খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 05 • Issue 10 • 15 December 2017 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয় - কৈফিয়ৎ

কার এ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন ?

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের আপামর ছাত্রসাধারণের, বিশেষ করে, প্রাক্তনদের। তাই তো ?

তবু বন্ধুরা, কেউ কেউ মনে করেন, ও গুটিকয়েক ব্যক্তিবিশেষের মৌরসীপাট্টা, ওখানে বেফালতু ঢুকে লাভ নেই রে ভাই। কেউ বা অমুকের তমুকের কিংবা ক্লোজ বন্ধুর অনুরোধে গিলে ফেলেছেন ঢেঁকি, লাইফ মেম্বারশিপ নিয়ে আর এমুখো হন না। আর কিছু দাদা-ভাই-বন্ধু দ্বিধাগ্রস্ত - 'কাছে ছিলে দূরে গেলে' আবার 'দূরে থেকে এসো কাছে' - এমন নড়বড়ে অবস্থান। মিথ্যে বলে লাভ নেই, আমরা প্রত্যেকেই কদিন আগেও এমনটাই ছিলাম। ধীরে ধীরে কাছে এসে দেখলাম মিশে যাওয়াও যায়। স্কুলের করিডর, মাঠ, বাগান, মর্মর মূর্তিগুলোর মায়ায় ছায়ায় দিব্যি বাল্যের আবহাওয়া ফিরে ফিরে আসে। এবার বলি, আসুন, সবাই, আপনার অ্যাসোসিয়েশনের এ বারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হন।

এ বছর আপনারা যাদের হাতে অ্যাসোসিয়েশনের দায়ভার তুলে দিলেন, কী করছেন তারা ? বিচারক আপনারা। আমরা শুধু আপনাদের সহযোগিতায় কিছু কর্মকাণ্ডে সামিল হব, যাতে করে, প্রথমত স্কুলের ভালো হয়, দ্বিতীয়ত স্কুলের প্রাণভোমরা ছাত্রদের ভালো হয় আর আমাদের বিভিন্ন সালের পাস-করা প্রাক্তনীদের ভ্রাতৃত্ববোধ সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কিছু প্রয়োজন মেটে।

ধূসরতা থেকে সবুজে অবগাহন

অ্যালমনির গত পরিচালন সমিতি (১৫-১৭) থেকে বিদ্যালয়ের মাঠকে সবুজায়ন করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার সিংহ ভাগ কাজ অ্যালমনি করে উঠতে পেরেছে, বলাই চলে। মাঠের ধারে টালি বসানো রাস্তা হয়েছে। হয়েছে জল নিকাশী ব্যবস্থা - বৃষ্টি যাতে মাঠকে না ভাসাতে পারে। আর আর মুঠো মুঠো সবুজ ঘাস। দীর্ঘদিনের ইচ্ছের অমোঘ ফসল। বিপুল অর্থব্যয়ে এই সবুজ সৌন্দর্যায়ন - আসুন বন্ধুরা, দেখে যান, চোখ ভরে।

এবার টার্গেট - বিদ্যালয়ের সমুখভাগের রূপবৃদ্ধি

সহযোগিতা কাম্য। উদ্দেশ্য, আমাদের বিদ্যালয়ের সামনের অংশের সৌন্দর্যায়ন, মর্মর মূর্তিগুলির রূপ ফেরানো। আর যদি সম্ভব হয় - প্রবেশপথের

... দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পড়ুন ...

পিকনিক ৭ জানুয়ারি '১৮
বছরের প্রথম রবিবার

শীতের রোদ। পিকনিকের মরশুম। অ্যালমনির তোড়জোর শুরু।

বছরের প্রথম রবিবার ৭ জানুয়ারি ২০১৮ আমরা পিকনিক করতে যাব বারুইপুর, পরিমলকুঞ্জে। এক সুদৃশ্য বাগানবাড়ি সিনেমার পটের মতো সাজানো। গাছপালা, পাখপাখালি, জলাশয় থেকে দোলনা-স্লিপে পার্কের মজা। প্রকৃতির দেদার খুশি লুটোপুটি করছে। মুঠো মুঠো কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায়। সুতরাং দেরি না করে সহপাঠী জগদ্বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে অ্যালমনিতে এসে নিজের নাম নথিভুক্ত করুন। স্কুল থেকে ৮.৪৫-এ বাস ছাড়বে, আবার পিকনিক শেষে স্কুলেই ফেরা।

আর খাবারদাবার - স্কুলে চা-বিস্কুট দিয়ে শুরু। পিকনিকস্থলে পৌঁছে প্রাতঃরাশে কড়াইশুটির কচুরি, ছোটো আলুরদম, মোয়া। মাঝে চা-কফি, চিকেন পকোড়া। দুপুরে পোলাও বা ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে স্যালাড, ফিস ফিঙ্গার, ফুলকপির রোস্ট, মাংস, চাটনি, পাপড়, মিষ্টি, আইসক্রিম, পান। খাবারে এবার অভিনবত্বের ছোঁয়া পাবেনই।

মাথাপিছু অনুদান - ৫০০ টাকা, সস্ত্রীক গেলে ৯০০ টাকা, ১০ বছরের ছোটদের যাওয়া-খাওয়া ফ্রি। ২০১২ সালে মা. বা উ.মা.কিংবা তারপরে পাশ-করা প্রাক্তনীদের ৪৫০টাকা জনপ্রতি। নথিবদ্ধকরণ চলছে। সুতরাং সবান্ধব বুধ / রবি নিজের নাম নথিভুক্ত করান। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নামভুক্তির করতে হবে।

শান্তনু বসু '৮৭
আহ্বায়ক, পিকনিক কমিটি
৯৪৩৩১৪৮৮৩১

শৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
সম্পাদক
৯৭৪৮৪৩৯৪৭৩

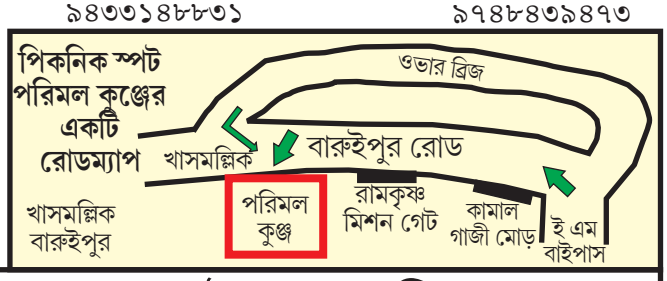

এই সংখ্যাটি শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী ১৯৯২ -এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

কৈফিয়ৎ

... প্রথম পৃষ্ঠার পর ...

ডানদিকে একটি ভলিবল বা বাস্কেটবল কোর্ট নির্মাণ। সহৃদয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ুন। বিন্দু বিন্দু দানে, শ্রমে, প্রকৌশলগত স্বেচ্ছাপরামর্শে আমরা পারবই এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

অ্যালমনি পুরস্কার বিতরণ

গত খেয়ায় জেনেছেন আমাদের এ উদ্যোগের কথা। আমরা পেরেছি, বিপুল অর্থের উপহারসামগ্রী ও অর্থসাহায্য কৃতীদের হাতে তুলে দিতে। দুঃস্থ কৃতীরা সাহায্য পেয়েছে, হয়তো প্রয়োজন আরো অনেক দাবি রাখে।

সামনে পিকনিক

এবার শীতের বেড়ানোর কথা। পৌষের সোনাঝরা রোদ মেখে সোজা ৭ জানুয়ারি '১৮ বারুইপুরের আলিসা বাগানবাড়ি। কড়াইশুটির কচুরি, ছোট আলুর দম, মোয়া, পকোড়া, পোলাও, কপির রোস্ট, ফিস ফিঙ্গার, পেল্লায় কাতলা, কষা মাংস, চাটনি, আইসক্রিম শেষে পেল্লায় উদ্গার তুলে সবাই সবার পিঠ চাপড়ে বলে যাবেন আসছে বছর আবার হবে। আসতেই হবে। পারলে সপরিবার। নাম নথিভুক্ত করান বিদ্যালয়ে এসে, না পারলে অনলাইন পেমেন্টের সুবিধা নিন, অসুবিধায় ফোন করুন পিকনিক কমিটিকে।

এর পর আসছে পুনর্মিলন উৎসব

ফেব্রুয়ারিতে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন। খাওয়া-দাওয়া, উৎসবের পাশাপাশি কিছু দায়বদ্ধতা আমাদের, আমাদেরই ভাইদের প্রতি। আপাত অসচ্ছল ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত বার্ষিক খরচ বাবদ ৬০০০টাকা প্রায় মাথাপিছু। সাধ আর প্রচেষ্টা অন্তহীন। সাধ্য ক্ষুদ্র। সকলকে পাশে পেলে অনেক চ্যালেঞ্জই সহজে নেওয়া যায়।

মার্চে উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা

শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্ত, জাতীয় শিক্ষক। যাঁর কাজকে স্মরণ করার উপায় হিসেবে বেছেছি আমরা অ্যাকাডেমিক আলোচনার ক্ষেত্রকে। ক্রমে এবারের পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের রূপরেখার পরবর্তী খেয়াগুলিতে আপডেট পাবেন।

অ্যালমনির কাজের প্রবাহ এভাবে চলবে। আপনারা অ্যালমনির চৌকাঠ পেরিয়ে প্রবেশ করুন, যারা এখনও করেননি। রবিবার সকাল ১১টার পর বা বুধবার সন্ধে ৭টার পর থেকে আপনার জন্য হাট-করে খোলা অ্যাসোসিয়েশনের দরজা। হাজির হয়ে যান এ সপ্তাহেই। আজীবন সদস্য হোন মাত্র পাঁচশো টাকায়। যারা এখনও সাধারণ বার্ষিক সদস্যপদে আটকে আছেন, আজীবন সদস্য পদে উন্নীত হন।

বিজয়া সম্মিলনী ২০১৭

২৯ অক্টোবর ২০১৭, সন্ধ্যা সাড়ে-ছটায় অ্যালমনি-কক্ষে অনুষ্ঠিত হল বর্ণময় বিজয়া-সম্মিলনী। প্রতিবারের মতো এবারও বিভিন্ন বয়সী প্রাক্তনীদের সান্ধ্য-সমাগমে গল্পে-আড্ডায়, চা-চানাচুর-মিষ্টিতে এবং অতি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানের আবহে এবারের বিজয়া-সন্ধ্যা হয়ে উঠেছিল আনন্দ-মুখর।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সম্পাদক শ্রী শৌভিক কুমার ঘোষের স্বাগত-ভাষণ দিয়ে শুরু হয় বিজয়া-পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। পরবর্তীতে তরুণ-প্রাক্তনী শুভজিৎ হোড় ও শুভ চক্রবর্তীর বাঁশি ও তবলার যুগলবন্দি, ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক সময়ের সুর ও সঙ্গীত আসর জমিয়ে তোলে। স্কুলের বর্তমান ছাত্র সাগ্নিক কুমার ঘোষের মাউথ-অর্গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনাও মুগ্ধ করেছে সকলকে। অনুষ্ঠানর সায়াহ্নে '৮৫-র প্রাক্তনী শ্রী সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের হাসির গল্পের বই 'রয়েছি

নয়নে নয়নে'-র শুভ প্রকাশ করেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ড. সুনীল সেনগুপ্ত মহাশয় ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী দিলীপ কুমার সিংহ মহাশয়। অনুষ্ঠানের অন্তিমে আবৃত্তি ও গানের একটি মনোজ্ঞ কোলাজ পরিবেশন করেন ৯৪ সালের প্রাক্তনী শ্রী ইন্দ্রনীল সরকার ও সহশিল্পীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ২০০২ সালের প্রাক্তনী অঙ্কন মিত্র। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় এবারের বিজয়া সম্মিলনীর আহ্বায়ক শ্রী সুকমল ঘোষের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শরৎ শেষের এই মিলনোৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপন ঘটে।

- অঙ্কন মিত্র ২০০২

স্মরণে

১৯৮৪-২০১৭

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে চলে গেলেন ২০০২ সালের প্রাক্তনী প্রীতম ধর। স্কুলে প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (বিজ্ঞান) পর্যন্ত প্রীতম ছিল পড়াশুনায় যথেষ্ট উজ্জ্বল ছাত্র। ২০০০ সালের মাধ্যমিকে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের ৩৩জন স্টার প্রাপকদের মধ্যে প্রীতম অন্যতম। পড়াশোনার পাশাপাশি সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রীতম যোগব্যায়াম ও অন্যান্য খেলাধুলোয় ছিলেন পারদর্শী। এইচ এস ও জয়েন্ট-এ আমাদের বিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক রেজাল্ট করে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে পারিবারিক ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। সদাহাস্যময় মিশুকে স্বভাবের প্রীতম মৃত্যুকালে রেখে গেলেন বাবা মা, ছোট ভাই, স্ত্রী ও ছমাসের নবজাতিকা কন্যা এবং অসংখ্য ব্যথিত শোকাহত বন্ধুকে।

অ্যাসোসিয়েশন তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে এবং পরিবারের প্রতি জানাচ্ছে গভীর সমবেদনা।

পূর্ণেন্দুকুমার বসু'র জন্মশতবর্ষে স্মরণীয় কিছু কথা

দিলীপ কুমার সিংহ, প্রাক্তনী (১৯৫৩)

অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসুর জন্মশতবর্ষে লেখার ও বলার সুযোগ পেয়েছি। মুখ্য কারণ ওঁর স্নেহধন্য হওয়ার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক বসুর সান্নিধ্য পরিধির বিস্তৃতি আছে বলেই, এই লেখাটি সীমিত রাখছি। শুধুমাত্র জগদ্বন্ধু ইনসটিটিটিউশনের আঙিনায়। সোনারপুরের বসু পরিবারের বাসিন্দাদের কে যে এই শিক্ষা আঙিনায় আসেনি, তা জানি না। আমার সহপাঠী দিলীপ সরকার ও শিক্ষক হরিসাধন ঘোষ মারফত অল্প বয়স থেকেই, ওঁনার নাম শুনতে পেয়েছিলাম। স্মরণশক্তি যদি না বিব্রত করে, বলতে পারি ওঁর সক্রিয়তার মালুম পেলাম, জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের যুগ্ম প্রধানশিক্ষক প্রফুল্ল সরকার মহাশয়ের তিরোধানে। সেটা হল ১৯৫০ সালে, তখন আমি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। প্রফুল্ল সরকারকে প্রশাসক বনাম শিক্ষক হিসেবে দেখার বড় সুযোগ মেলেনি। সর্বকালের স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সরকারের নামে, বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত শোকসভা এখন স্মরণ করিয়ে দেয়, বৃহত্তর বালীগঞ্জের, ঢাকুরিয়া, সোনারপুরের, বারুইপুরের ও গড়িয়ার কোনো পরিবার ছিল কিনা, যারা জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে প্রফুল্ল সরকারের কথা জানেনা, বিশেষ করে শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য। পূর্ণেন্দু বসুর এক পুরোনো ফটো দেখে, ১৯৫০ সালে সে চেহারায় কখনো মিল পাওয়া যায়নি।

বড় রকমের নিবিড়তা গড়ে উঠল জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের পরিচালক সমিতির সভাসমূহে। উনি ছিলেন সহসভাপতি আর আমি ছিলাম সমিতির সেক্রেটারী, সভাপতি হলেন প্রাক্তনী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; আরেকজন প্রাক্তনী ছিলেন, বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত। রায় পরিবারের বেণুদা ও স্কুলে সন্নিকটের প্রাক্তনী ইন্দুদা (স্বর্ণময় সেন) সদস্য আরও দুজন প্রাক্তনী। কিছুদিনের জন্য শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন অহিভূষণ দাশগুপ্ত, আরেক প্রাক্তনী বিদ্যালয়ের সমিতি। কোনোভাবে স্কুলের প্রতি ঋণবোধ থেকে আমরা অব্যাহতি চাইনি। এমনকি বিদ্যালয়ের অন্যতম সভা-সম্পর্কিত কোনো খরচাপাতি হতে দিতাম না। সেদিকের অগ্রণীর ভূমিকায় থাকতেন পূর্ণেন্দু কুমার বসু।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বনাম পদক্ষেপের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্কুল শুরুতে অনুপস্থিতি ও দেখভাল সম্পর্কিত কথাবার্তা ওঁর কাছে পৌঁছোত এবং উনি পরিচালন সমিতির সদস্যদের উল্লেখ করতেন। একদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উনি এগারোটার সময় পৌঁছে গেলেন। আমাকেও ডেকে নিলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতি তাঁকে পীড়া দিয়েছিল; উনি থেকে গেলেন, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের না আসা পর্যন্ত। ওঁর অসন্তুষ্টি জানাতে পিছপা হলেন না। কিছুদিন পরে এসে গেল, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পদে নতুন নিযুক্তি। নয়া পদাসীনতাকেও উনি প্রথম দিক থেকে খবরাখবর রাখতেন একটি সার্বিকতার আংগিকে। অপ্রসন্নতার সুর ভেসে আসত, আমাদের অংশীদার করতেন। ভাবতে পারা যায়নি তখন সেদিনের খেসারত বিদ্যালয়োত্তর রাজনীতির এক খেলায়, ইতিহাসের পাতা সে যোগাযোগের কথা বলবে।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায় উনি সর্বতোভাবে সহায়তা ও উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠার দিন থেকে। মনে পড়ে যায়, স্কুলের প্রাক্তনী, অধ্যাপক অশোক রুদ্রের বক্তৃতায় ওঁনার উপস্থিতি ও সর্বাঙ্গীণ সমর্থন। বেশ কিছু অনুক্ত রয়ে গেল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ওঁর সঙ্গলাভ এবং পরিসরের কথা। শিক্ষা ও কৃষ্টি জগতের ওঁর নেতৃত্ব আমাকে বিশেষ বাঁধুনিতে আবিষ্ট রাখত। পরিসংখ্যান বিষয়ে অধ্যাপনা করলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের সাম্মানিকতা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের অধ্যয়ন, কোথায় যেন প্রাক্তনীয়তার এক অনুচ্চারিত অনুরণন জুগিয়েছিল যার প্রভাবে বোধ করি মিলে ছিল ওঁর সঙ্গে নানা প্রতিষ্ঠানে আমার অনুপ্রবেশে অবাধ পদাসীনতা ও সুদৃঢ় অংশীদারত্ব। ওঁর জীবিত অবস্থায় সোনারপুরে দুর্গাপুজোর সময়, অন্ততঃ একদিনের জন্য অবশ্য উপস্থিতি; তখনও ওর পরিচিতির আবেষ্টনীর সঙ্গে মিলে যেত মুলাকাৎ আর বেশ কিছু সে সময়ের ঘটনাসমূহের আভাস ও খোরাক। ডঃ অমিয় বোসের সঙ্গে পুজোয় যোগদানের কথা মনে পড়ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য পূর্ণেন্দু কুমার বসুকে, বর্তমানে লেখকের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্যের নিযুক্তি, ওঁর সঙ্গে পারস্পরিকতাকে সমৃদ্ধ করেছিল নয়া মাত্রায়। ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির সম্মেলনে, ওঁর সক্রিয় উপস্থিতি, এককাট্টা হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী, উপস্থাপনে দিল্লী তল্লাটে প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকম্মে। এমন কি অনেক সময় বিশেষে পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসা না খুইয়ে সব কিছুই স্মৃতি বলয়ে উঁকি দিয়েই থাকে।

মাঠের সৌন্দর্যায়ন

আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট - ধূলিধূসর মাঠ সবুজের পথে।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

কৃষ্ণের বিপরীতে শল্যর এই সারথী হওয়ার আরো একটা কারণ হতে পারে এই যে, শল্য যতই পাণ্ডবদের মামা সম্পর্কের হোন না কেন, তাঁকে মহাভারতে বেশীরভাগ সময়ই পাণ্ডবদের against-এ দেখা গেছে। সেটা দ্রৌপদীর সয়ম্বরে ভীমের সঙ্গে হাতাহাতিই হোক, কিম্বা দ্যুৎসভায় ধৃতরাষ্ট্রের পাশে নীরব উপস্থিতি। এমনকী যুধিষ্ঠির-এর রাজসূয় যজ্ঞকালে অর্ঘ্য প্রাপকের নাম হিসাবে ভীষ্ম কর্তৃক কৃষ্ণর নাম প্রস্তাবিত হওয়ার সময় যখন শিশুকাল তার বিরোধিতা করলেন (interesting হল, কৃষ্ণ ও শিশুপাল পরস্পরের মামা-ভাগ্নে ছিলেন), তখন তিনি এক্ষেত্রে যোগ্যব্যক্তিত্বের মধ্যে শল্যর নাম উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং ধরে নেওয়া এমন থেকেই পারে যে, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের থেকে কৌরবপক্ষের থেকে বেশী আজীবন বেশী সহচর্য পেয়েছেন বলেই, কৃষ্ণের against-এ face to face battle-এ নেমে পড়লেন শল্য।

এই ভবনা আধারিত যুক্তিটাকে সরিয়ে কর্ণের মুখনিঃসৃত একটি শ্লোক বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, শল্য ছিলেন 'হয়জ্ঞানী'। 'হয়' শব্দের অর্থ যেহেতু 'ঘোড়া', তাই কর্ণের যুদ্ধযাত্রায় শল্যর মতো অশ্ব-বিশেষজ্ঞকে সারথি পদে নিয়োগ নিঃসন্দেহে good strategy বলতে হবে। আর ছাড়া শল্যর ঘোড়া বিষয়ে জ্ঞান থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর মদ্রদেশ বা বাহীক-জাতির দেশ আধুনিককালের 'bactria' অঞ্চলকে বোঝায়; আরো Specifically বললে, হিন্দুকুশ পর্বত পাদদেশের আফগান ও তাজাকিস্তানের মালভূমি অঞ্চল। এসব অঞ্চলে ঘোড়া-মেষ উট প্রতিপালনই প্রাচীন ইরানীয়দের এককালে জীবিকা ছিল, তাই না যীশু কিম্বা মোজেস-এর গল্পেও বারবার 'Shephard' (পশুপালক)-দের কথা উঠে আসে। কর্ণর সঙ্গে শল্যর কলহ-র সময়ও কর্ণকে বলেত শোনা যায়, মদ্রদেশের লোকেরা গুড়ের মদ খায়, যা অতি নিকৃষ্ট মানের; — এখন এই গুড়-এর গুরুত্বটা কী পশ্চিমের খেজুর আর তার থেকে প্রাপ্ত রস-দ্রবণের কথা ইঙ্গিত করছে? দ্বিতীয়ত, কর্ণের মুখ থেকেই মদ্রনারীরা 'কম্বলাবৃতা' — এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে। এটাও ওই রুক্ষ্ম-ঊষর আফগান প্রকৃতির পোষাকেরই ইঙ্গিতবহ।

শল্য 'শল্যজ্ঞানী' বলেই কী অজ্ঞাতবাসকালে নকুল ও সহদেব বিরাট-এর গোশালা ও অশ্বশালারক্ষক হলেন। তাঁদের এই cattle প্রতিপালন-এর গুণটি কী মামার বাড়ির ঐতিহ্যবাহী? — এমন একটা তুলনামূলক প্রশ্ন এই বেঞ্চিতে এসেই পড়ছে। একইভাবে মাদ্রীর সন্তান-উৎপাদন কালে দেবতা হিসাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়তে পুরাণের ব্যাপারটার মধ্যেও কোথাও যেন সেই অশ্ব-গন্ধই কাজ করছে। এক, এক্ষেত্রে হতে পারে মদ্রদেশীরা বিদেশিনী মাদ্রীর কাছে অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর থেকে অশ্বরূপী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ই বেশী আত্মিক মনে হয়েছিল। তাঁদের অশ্বপূর্ণ মদ্রদেশে ঘোড়ারূপী অন্য কোনো দেবতা থাকাও অস্বাভাবিক ছিল না; ফলত অশ্বিনীকুমারেরা হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে তদানীন্তন সময়ে খুব উদাসীন না হয়েও মাদ্রীর কাছে যোগ্যদেবতা হিসেবে অনেক বেশি ফ্যামিলিয়ার বোধ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ অশ্বদেবতাদের সঙ্গে সঙ্গত হওয়ার বাসনাটা আবারও সেই মাদ্রীর মধ্যের রক্তবংশজাত বুনো স্বভাবকেই পরোক্ষে প্রতিভাত করে, যেখানে Beastalistic sex-ও অপাংক্তেয় ছিল না। তাই সবটা মেলালে, মদ্রদেশী যে উবর পার্বত্য উপজাতি অধ্যুষিত রাজ্য ছিল। সেটাই বারবার শল্য-মাদ্রী ও তাদের পরবর্তী বংশধরদের চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন মহাভারতের কবি।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

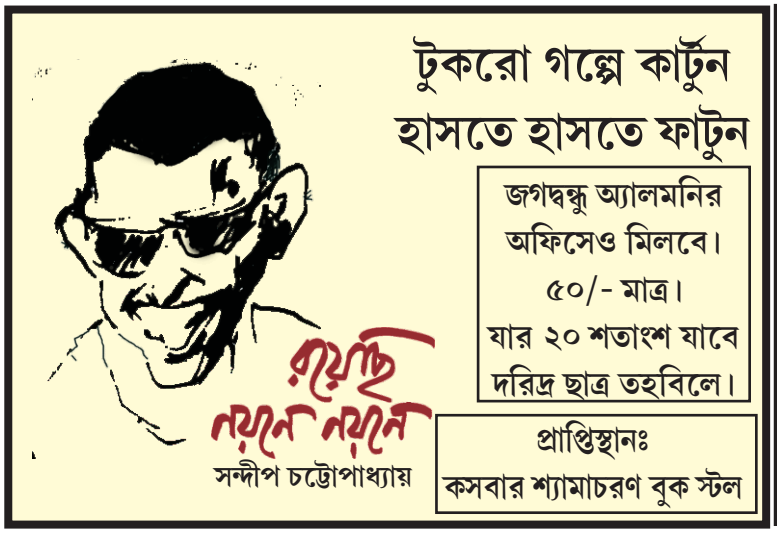

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.